DEC. 1 0 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে অনিয়ম

অনুমোদন ছাড়াই আড়াই কোটি টাকা বেশি ব্যয়

প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ॥ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই প্রকল্পের অঙ্গভিত্তি বরাদ্দ কম- বেশি এবং বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা খরচ কর হয়েছে। মোট ৪১টি অঙ্গে ভাগ করে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তার মধ্যে ২১ি অঙ্গের ব্যয় বাড়ানো এবং ১৯টি অঙ্গের ব্যয় কমানো হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জা যায়।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শুরুতে ব্যয় ধরা হয়েছিল ১শ ৬ কোটি ৫২ লাখ ৩০ হাজার টাকা। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমি (একনেক) ওই টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদন করে ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারি পরবর্তীকালে প্রকল্পের ছক সংশোধন করা হয় ১শ ৭৮ কোটি ৮৪ লাখ ৭২ হাজার টা ব্যয়ে। ১৯৯৭ সালের ২৭শে মে একনেক এ সংশোধিত প্রকল্প ছক অনুমোদন করে প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জু কমিশন সংশোধিত বরাদ্দের মধ্যেও ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যাল স্থাপনের ব্যয় শেষ পর্যন্ত ১শ ৮১ কোটি ৪০ লাখ ৭২ হাজার টাকায় উন্নীত হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বাড়তি ব্যয় অনুমোদন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংঘটি অনিয়মের ব্যাপারে ব্যবস্থা না নেয়া পর্যন্ত চলতি ২০০১-২০০২ অর্থবছরের বার্ষি উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ করা অর্থ ছাড় না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১শ ৮১ কোটি ৪০ লাখ ৭২ হাজার টাকার প্রাক্কলিত সংশোধি প্রকল্পের ওপর বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা ১৯৯৯ সালের ১৮ই জুল অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করা হয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া অনুমোদি প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা বেশি টাকা খরচের ব্যাপারে। গত বছরের ৩০শে মে এ ব্যাপা বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রকৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মোহা কায়কোবাদের নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয় প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গত বছ ২১শে ডিসেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। কমিটির প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবা স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতার অভাব, পরিকল্পনা শৃঙ্খলা ও প্রচলিত বিধিবিধান-বহির্ভূতভ কাজের অঙ্গের আয়তন ও ব্যয় বাড়ানো, কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্বের স্খলন, দায়দা সঠিকভাবে পালন না করাসহ নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে।

কমিটির সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া এবং অর্থ অবমুক্ত করে দু'বছরের বেশি সময় ব্যয় হওয়ার বিষয়টি প্রচলিত আর্থিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্র মাধ্যমে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।